# আমানতী স্বর্ণ যমন - গাজী শামসুর রহমান ও রই — ৩২৪ পৃষ্ঠা ১নং

# প্রেমতাড়ী পরোয়ানা নোটিশ/আদেশ

গাজী-শামসুর রহমান — ৩২৪ পৃষ্ঠা ২নং

# শাস্তিপ্রদানের মুচলেকা আদেশ

গাজী শামসুর রহমান — ৩২৪ পৃষ্ঠা — ১০নং

# অসদাচরণের মুচলেকা আদেশ

গাজী শামসুর রহমান — পৃষ্ঠা — ৩২৭.
১১ নং

# শাস্তিপ্রদান সম্পর্কিত ২০০ ধারার অধীন কারণ দর্শানো নোটিশ/হাজির হওয়ার নোটিশ

গাজী শামসুর রহমান — পৃষ্ঠা ৩২৭ — ২নং

# স্বাক্ষীর প্রতি যমন

গাজী শামসুর রহমান — পৃষ্ঠা - ৩৩০ — ৩নং

Scanned with CamScanner

# প্রি প্রজেক্ট কো-ফান্ড

# প্রি প্রজেক্ট প্রকল্প কার্যাবলী ⊛

# ফোকাল নোটিশ ⊛

# প্রজেক্ট কো-ফান্ড নোটিশ

# জাতীয় নোটিশ

# অন্তর্ভুক্ত নোটিশ / অনুমোদন ⊛

# অগ্রাধিকার নোটিশ W/A

# ব্যক্তি / সম্প্রদায়ের জন্য বন্ধুত্ব অনুমোদন

#

Scanned with CamScanner

গণউপদ্রবের নিষিদ্ধকরণঃ ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৪৩ ধারা মতে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সন্তোষজনক কারণ থাকলে গণ উপদ্রবের পুনরাবৃত্তি না করার বা উহা অব্যাহত না রাখার আদেশ দিতে পারেন। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে এ আদেশ দেয়া যায় না (এ,আই,আর ১৯৩৪ পাটনা ৩০৫ ডিবি)।

৫ম তফসিলের ২০নং ফরমে এ আদেশ দিতে হবে।

হাইকোর্ট ফরম নং এম-১০৬

## নমুনা আদেশ

(মূল আদেশপত্র টাইপে হবে না, প্রেসক্রাইবড ফরমে হবে)

**এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত, নারায়ণগঞ্জ**

**গণউপদ্রব নিবারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম**

মিস মামলা নং-২৩৪/২০১৫ ধারা: ফৌঃকাঃবিঃ ১৩৩

| তারিখ | বিবরণ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| ০১/১/১৫ | **(সরাসরি শর্তসাপেক্ষ আদেশ)**<br>নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, গাজীরভিটা মহল্লার প্রায় হাজার খানেক অধিবাসীর মূল যাতায়াতের রাস্তা প্রায় ২৫/৩০ বছর যাবৎ বহাল আছে। উক্ত রাস্তা দিয়ে তারা আড়াইহাজার থানার মহাসড়কে এসে যাতায়াত করে। বিবাদী ইকবাল রাস্তার শেষ মাথায় গাজীরভিটা মৌজার ৩২২ খতিয়ানভুক্ত ১২৪০ ও ১২৪১ দাগের মধ্যবর্তী প্রায় ১০ ফুট চওড়া ও ৪০ ফুট লম্বা রাস্তায় টিনের বেড়া দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে এলাকার গণ মানুষের যাতায়াতে উপদ্রব সৃষ্টি হয়েছে। | |
| | বর্তমানে এলাকাবাসী পাশ্ববর্তী জনাব সাজু খানের বাড়ির ভিতর দিয়ে অস্থায়ীভাবে যাতায়াত করছে। তাই গণউপদ্রবের প্রতীক এই টিনের বেড়া অপসারণের জন্য থানা কর্তৃপক্ষ আবেদনসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।<br>রিপোর্ট পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, উল্লিখিত উপদ্রব সম্প্রতি ৭ দিন পূর্বে নির্মিত টিনের বেড়ার কারণে শুরু হয়েছে। উক্ত উপদ্রবের অপসারণের মাধ্যমে এলাকায় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বস্থি আনয়ন করার লক্ষ্যে প্রসিডিং গ্রহণ করার আবশ্যকতা রয়েছে এবং প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা অতীব জরুরি প্রতিয়মান হচ্ছে। | |
| | | |

Scanned with CamScanner

| তারিখ | বিবরণ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| | প্রেক্ষিতে থানার প্রতিবেদনে বর্ণিত গাজীরভিটা মৌজার ৩২২ খতিয়ানভুক্ত ১২৪০ ও ১২৪১ দাগের মধ্যে ১০ ফুট চওড়া ও ৪০ ফুট লম্বা রাস্তার পূর্ব দিকে নবনির্মিত টিনের বেড়া স্থায়ীভাবে অপসারণের জন্য শর্তসাপেক্ষ আদেশ দেয়া হলো। যদি উক্ত আদেশ প্রতিপালন না করার কোন কারণ থাকে সে বক্তব্যসহ কেন উক্ত আদেশ স্থায়ীভাবে জারি করা হবে না তা আসামি ধার্য তারিখে আদালতে হাজির হয়ে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। অন্যথায় একতরফা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।<br>ফৌজদারি কার্যবিধির ৫ম তফসিলের ১৬নং ফরমে এ শর্তসাপেক্ষ আদেশ জারি করা হউক। এ আদেশের অনুলিপি বিবাদী এবং ওসি, আড়াইহাজার থানার নিকট প্রেরণ করা হউক।<br>আ:ধা:তা: ১৫/১/১৫ জবাবের জন্য | স্বাক্ষর |
| | **অথবা (নথিজাত)**<br>পুলিশ রিপোর্ট পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, বিষয়টি জনৈক পাশা খানের বাড়ি হতে বের হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হওয়া নিয়ে উপদ্রব হয়েছে যাহা গণউপদ্রবের পর্যায়ে পড়ে না। প্রতিবেদনে বর্ণিত উপদ্রব ব্যক্তিগত উপদ্রব যাহা এ আদালত বিচার্য নয়। তাই আবেদন নথিজাত করা হলো। | স্বাক্ষর |
| | **অথবা (অন্তবর্তীকালীন আদেশ ও শর্তসাপেক্ষ আদেশ)**<br>বিষয়টি পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, উক্ত গণউপদ্রবের কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর খাবার সংগ্রহসহ যাবতীয় অপরিহার্য কর্মকাণ্ড থেমে যাওয়ায় গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।<br>এমতাবস্থায়, বিষয়ের আশু প্রতিকারের জন্য অন্তবর্তীকালীন আদেশ দেয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করছি।<br>এ প্রেক্ষিতে বিবাদী ইকবালকে গাজীরভিটা মৌজার ৩২২ খতিয়ানভুক্ত ১২৪০ ও ১২৪১ দাগের মধ্যবর্তী ১০ ফুট চওড়া ও ৪০ ফুট লম্বা রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে দেয়া টিনের বেড়া আসামি ৩ মাসের জন্য বা মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উঠিয়ে ফেলার জন্য অন্তবর্তীকালীন নির্দেশ দেয়া হলো এবং এ আদেশ স্থায়ী করার বিষয়ে শর্তসাপেক্ষ আদেশ জারি করা হউক। | |
| | শর্তসাপেক্ষ আদেশের বিষয়ে কোন বক্তব্য থাকলে আসামি ধার্য তারিখে হাজির হয়ে সে ব্যাখ্যাসহ উক্ত শর্তসাপেক্ষ আদেশ কেন | |

Scanned with CamScanner

| তারিখ | বিবরণ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| | স্থায়ী করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য বিবাদীগণকে বলা হলো। অন্যথায় এক তরফা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।<br>ফৌজদারি কার্যবিধির ৫ম তফসিলের ১৬নং ফরমে শর্তসাপেক্ষ আদেশ এবং ১৯নং ফরমে অন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রচার করা হউক।<br>অন্তবর্তীকালীন আদেশ আসামি ২ দিনের মধ্যে প্রতিপালিত না হলে ৩য় দিনে যথাযথ রিপোর্ট দাখিলের জন্য ওসি, আড়াইহাজার থানাকে নির্দেশ দেয়া হলো।<br>আদেশের অনুলিপি ওসি,আড়াইহাজার থানা এবং বিবাদীর নিকট প্রেরণ করা হউক (১৬ ও ১৯নং ফরমের আদেশসহ)<br>আ:ধা:তা: ১৫/১/১৫ জবাবের জন্য এবং<br>অন্তবর্তী আদেশ প্রতিপালনের জন্য | স্বাক্ষর |
| ১৫/১/১৫ | **(আদেশ প্রতিপালনে কার্যক্রম বন্ধ করা)**<br>বিবাদী ইকবাল হাজির হয়ে জবাব দাখিল করেছেন। তিনি জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইতোমধ্যে তিনি বর্ণিত গণউপদ্রব টিনের বেড়া উঠিয়ে ফেলেছেন এবং ভবিষ্যতে উক্ত স্থানে বেড়া দিবেন না।<br>উক্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় ইতিপূর্বে জারিকৃত শর্তসাপেক্ষ আদেশ স্থায়ী করা হলো এবং বিবাদীকে কারণ দর্শানোর দায় হতে অব্যাহতি দিয়ে মামলা নথিজাত করা হলো। | স্বাক্ষর |
| | **অথবা (কারণ দর্শানোর জবাব না দিলে)**<br>বিবাদী হাজির হয়ে জবাব দাখিল করেন নাই। প্রতিয়মান হয় যে, শর্তসাপেক্ষ আদেশের বিষয়ে বিবাদীর উপযুক্ত দাবি না থাকায় হাজির হয়নি। তাই পূর্বে ইস্যুকৃত শর্তসাপেক্ষ আদেশ স্থায়ী করা হলো। ফৌজদারি কার্যবিধির ৫ম তফসিলের ১৮নং ফরমে স্থায়ী আদেশ জারির করা হউক।<br>আদেশে বর্ণিত বেড়া আসামি ৩ দিনের মধ্যে অপসারণ না হলে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য ওসি, আড়াইহাজার থানাকে বলা হলো (আদেশ অমান্য হলে অতঃপর বর্ণিত মতে উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ হবে)।<br>উক্ত আদেশ অমান্য করা হলে ওসি, আড়াইহাজার থানাকে (অথবা সংশ্লিষ্ট ইউ'পি চেয়ারম্যানকে) রিপোর্ট দেয়ার জন্য বলা হলো। আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হউক। | স্বাক্ষর |

Scanned with CamScanner

| তারিখ | বিবরণ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| | **অথবা (গণঅধিকার স্বীকার করে জবাব)**<br>বিবাদী হাজির হয়ে জবাব দাখিল করেছেন। তার জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি গণ অধিকারের বিষয়টি স্বীকার করলেও বর্ণিত টিনের বেড়া দেয়ার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন। প্রেক্ষিতে বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন।<br>আ:ধা:তা: ১৫/২/১৫ ১ম পক্ষের সাক্ষী | স্বাক্ষর |
| | **অথবা (গণ অধিকার অস্বীকার করে জবাব)**<br>বিবাদী আদালতে হাজির হয়ে জবাব দাখিল করেছেন। জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবাদী বর্ণিত গণ অধিকারের অস্থিত্ব অস্বীকার করে জবাব দাখিল করেছেন। এ প্রেক্ষিতে বিষয়ে ইনকোয়ারি করার প্রয়োজন রয়েছে।<br>বর্ণিত বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য গাজীরভিটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানকে বলা হলো।<br>আ:ধা:তা: ৩০/২/১৫ প্রতিবেদনের জন্য | স্বাক্ষর |
| ৩০/১/১৫ | **(তদন্ত প্রতিবেদনে গণ-অধিকার প্রমাণিত না হলে অব্যাহতি)**<br>বিবাদী হাজির। গাজীরভিটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেল। সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে, গাজীরভিটার অধিবাসীদের চলাচলের জন্য ঐ মহল্লার উত্তর দিকে ইউনিয়ন পরিষদের একটি রাস্তা রয়েছে। পুলিশ রিপোর্টের বর্ণিত স্থানটি ইকবালের পৈত্রিক সম্পত্তি। এ বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীর বক্তব্য ও প্রাপ্ত তথ্য প্রদানে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণিত গণউপদ্রবের অস্বীকৃতির প্রমাণ রয়েছে। তাই ইতঃপূর্বে ইস্যুকৃত শর্তসাপেক্ষ আদেশ স্থগিত করে বিবাদীকে কারণ দর্শানোর দায় হতে অব্যাবহতি দেয়া হলো। | স্বাক্ষর |
| | **অথবা (তদন্তে গণ-অধিকার অস্বীকৃতি অপ্রমাণ হলে)**<br>বিবাদী হাজির। ইউপি চেয়ারম্যানের তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেল। তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে, বিবাদী কর্তৃক গণঅধিকারের অস্থিত্ব অস্বীকারটি অপ্রমাণ হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণিত তদন্তে গণঅধিকারের অস্থিত্ব রয়েছে মর্মে প্রমাণিত হয়েছে। বিবাদী ও বাদীপক্ষের কৌসুলীগণের বক্তব্য ও নথি পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হচ্ছে। এ পর্যায়ের গণ অধিকারের অস্তিত্বের প্রাথমিক | |

Scanned with CamScanner

| তারিখ | বিবরণ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| | প্রমাণ থাকায় বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করে নিষ্পত্তির প্রয়োজন রয়েছে।<br>আ:ধা:তা: ১৫/২/১৫ ১ম পক্ষের সাক্ষী | স্বাক্ষর |
| ১৫/২/১৫ | (বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ)<br>বাদী ও বিবাদী হাজির। বাদীপক্ষের ৪ জন সাক্ষী হাজির। তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো। বিবাদীপক্ষ তাদের জেরা করেছেন। বাদীপক্ষ আর সাক্ষী হাজির করাবেন মর্মে জানিয়েছেন। বিবাদী সাক্ষী হাজির করানো নিবেদন করেছেন।<br>আ:ধা:তা: ২৮/২/১৫ বিবাদীর সাক্ষীর জন্য। | স্বাক্ষর |
| ২৮/২/১৫ | (বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ)<br>বাদী ও বিবাদী হাজির। বিবাদীপক্ষ ৩ জন সাক্ষী হাজির করেছেন। সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো। বাদীপক্ষ সাক্ষীদের জেরা করেছেন।<br>আ:ধা:তা: ১৫/৩/১৫ আদেশের জন্য। | স্বাক্ষর |
| ১৫/৩/১৫ | (চূড়ান্ত আদেশ)<br>বাদী ও বিবাদী হাজির। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী হাজির আছেন। বাদীর আর্জি, বিবাদীর জবাব, তদন্ত প্রতিদেন ও প্রাপ্ত অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ৪ পৃষ্ঠার আলাদা আদেশ (রায়) লিখে ও স্বাক্ষর করে নথিতে সংযোজন করা হলো এবং অদ্য প্রকাশ্য আদালতে আদেশ ঘোষণা করা হলো।<br>বর্ণিত তথ্য প্রমাণের পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, বাদীপক্ষের সাক্ষ্য দ্বারা গাজীরভিটা মৌজার ৩২২ খতিয়ানভুক্ত ১২৪০ ও ১২৪১ দাগের মধ্যবর্তী ১০ ফুট প্রস্থ ও ৪০ ফুট দৈর্ঘ্য রাস্তাটি প্রায় ২৫ বছর যাবৎ গণ মানুষের ব্যবহারের দ্বারা গণ অধিকার সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত গণ অধিকারের পথে বিবাদী ইকবাল ২০/১২/১৪ তারিখে টিনের বেড়া দিয়ে উপদ্রব সৃষ্টি করে গাজীর ভিটা মহল্লার প্রায় এক হাজার গণমানুষের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক কার্য পরিচালনার প্রতি হুমকি স্বরূপ গণউপদ্রব সৃষ্টি করেছে।<br>অতএব, আদেশ হয় যে, এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে ইস্যুকৃত শর্তসাপেক্ষ আদেশ স্থায়ী করা হলো। উক্ত আদেশ ফৌজদারি কার্যবিধির ৫ম তফসিলের ১৮নং ফরমে ইস্যু করা হউক। আসামি ২ দিনের মধ্যে বিবাদী উক্ত গণউপদ্রবের বেড়া অপসারণ | |

Scanned with CamScanner

| তারিখ | বিবরণ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|
| | না করলে তার বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ অমান্য করণের জন্য প্রসিকিউশন (দ:বি: ১৮৮) দাখিলের জন্য ওসি, আড়াইহাজার থানাকে বলা হলো।<br>আদেশের অনুলিপি ওসি, আড়াইহাজার থানার নিকট প্রেরণ করা হউক। | স্বাক্ষর |
| ২০/৩/১৫ | **(মামলা দায়ের ও গণউপদ্রবের বেড়া উচ্ছেদ)**<br>আদালতের নির্দেশ মোতাবেক বিবাদী গণউপদ্রবের বেড়া অপসারণ করে নাই মর্মে ওসি, আড়াইহাজার থানার রিপোর্ট পাওয়া গেল। বিষয়ে থানা হতে প্রাপ্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে দ: বি: ১৮৮ ধারার প্রসিকিউশন রিপোর্টটি ফৌ:কা:বি ১৯৫ ধারা মতে আদালতের নালিশ হিসেবে গণ্য করার উদ্দেশ্যে উহা বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করার জন্য কোর্টের বেঞ্চ সহকারীকে নির্দেশ দেয়া হলো। প্রসিকিউশনের সাথে এ আদেশের অনুলিপি সংযোজন করা হউক।<br>পাশাপাশি, আদিষ্ট গণউপদ্রবের বেড়া অচিরেই অপসারণের উদ্দেশ্যে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়োজিত করার জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নারায়ণগঞ্জকে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ফোর্স নিয়োজিত করার জন্য পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জকে অনুরোধ করা হলো।<br>উচ্ছেদ পরিচালনাকালে শ্রমিক নিয়োজিত করার জন্য বাদীকে নির্দেশ দেয়া হলো। গণউপদ্রব অপসারণের বেড়া বাজেয়াপ্ত করে আড়াইহাজার থানার জিম্মায় দেয়া হউক এবং ওসি, আড়াইহাজার থানা বিধিমতে বাজেয়াপ্ত মালের নিষ্পত্তি করবেন।<br>আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হউক। | স্বাক্ষর |

**দ্রষ্টব্য:** প্রত্যেক মামলার আঙ্গিক ভিন্ন। একাডেমিক আলোচনার স্বার্থে কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে এ নমুনা আদেশ পত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner